দৈনিক জনকণ্ঠ

NOV. 25 2002

# ছাত্রদল পুনর্গঠনের টিমগুলো হিমশিম খাচ্ছে, অনেকে লাঞ্ছিত হচ্ছেন

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় পক্ষপাত ও অবৈধ হস্তক্ষেপের অভিযোগ পরস্পরবিরোধী ক্ষোভ-বিক্ষোভ, সহিংসতা এবং কেন্দ্রীয় নেতাদের লাঞ্ছিত হওয়া নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। কাউন্সিলের মাধ্যমে নেতা নির্বাচনের কথা বলা হলেও অনেক জেলায় অভিযোগ উঠেছে মন্ত্রী, প্রভাবশালী এমপি ও বিএনপি নেতারা নেপথ্যে

(প্রথম পাতার পর)

## ছাত্রদল পুনর্গঠনের

কলকাঠি নাড়ছেন নিজেদের পছন্দের নেতৃত্ব নির্বাচনের জন্য। মাঠ পর্যায়ের নেতারা এতদিন আড়ালে 'হাওয়া ভবনে'র হস্তক্ষেপের অভিযোগও তুলতেন। কিন্তু এবার প্রকাশ্যেই অভিযোগটি উঠতে শুরু করেছে। শনিবার খোদ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জেলা বগুড়ায় একই অভিযোগে ঘটে গেছে তুলকালাম কাণ্ড। অভিযোগ এতই জোরালো যে, ক্ষোভে ফেটে পড়া ছাত্রদল নেতাদের পুলিশ দিয়েও নিয়ন্ত্রণ ও শান্ত করা যায়নি। বগুড়ার ঘটনায় বিএনপি ও ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতারা রীতিমতো বিব্রত।

বগুড়ার ঘটনায় বিএনপির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ও স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী আমান উল্লাহ আমানকে একরকম পালিয়ে আসতে হয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। বগুড়ায় কাউন্সিল পণ্ড হওয়া প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানের পিএস নাইটের বাড়াবাড়ির কথা স্বীকার করে বলেছে, বগুড়ায় বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে গত ২/৩ বছর ধরে গোপন ব্যালটের নির্বাচনের মাধ্যমে নেতৃত্ব বদলের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। সাধারণত তারেক রহমান নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করেন না। তবে তাঁর আশপাশে যারা রয়েছে, তাঁদের কেউ কেউ ছাত্রদলের কাউন্সিলসহ স্থানীয় বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তারেক রহমান ও হাওয়া ভবনের নাম ভাঙ্গিয়ে বাড়াবাড়ি অব্যাহত রেখেছে। বগুড়া পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও পরবর্তী সিদ্ধান্তের জন্য ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি আজকালের মধ্যেই ঢাকায় বৈঠকে বসছে। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা মহানগরী ছাত্রদলের সম্মেলনের তারিখও সহসা ঘোষণা করা হবে। সম্ভবত আসন্ন ঈদের পরপরই এসব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব-১ তারেক রহমানের নেতৃত্বে বর্তমানে ছাত্রদল পুনর্গঠন মিশন চলছে গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে। ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং নবগঠিত কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির নেতাদের সমন্বয়ে গঠিত ছয়টি টিম বর্তমানে এই মিশনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, বরিশাল ও খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলা সফরে রয়েছে। টিমগুলো মাঠ পর্যায়ের মস্তান-নেতাদের চাপ সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে। অনেক জেলায় বিবদমান গ্রুপগুলো সংঘাতে লিপ্ত হচ্ছে। পরিস্থিতি যাই হোক, যে কোনভাবে নির্দিষ্ট দায়িত্ব সম্পন্ন করে ফেরার জন্য ছয়টি টিমকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। টিমগুলোকে বলা হয়েছে – স্থানীয় পর্যায়ে গ্রুপিং নিরসন করতে। যেসকল স্থানে কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে সেসব স্থানে সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠনের ব্যবস্থা নিতে। বিশেষ করে ছাত্রদলের স্থানীয় ইউনিটগুলোর নেতৃত্বে যারা আছে তারা বিবাহিত ও অছাত্র কিনা, সন্ত্রাসে জড়িত কিনা, সেসব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে। আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ছাত্রদলের সকল ইউনিটের সম্মেলন ও কেন্দ্রীয় সম্মেলন সম্পন্ন করে নতুন নেতৃত্বের নিকট দায়িত্ব অর্পণের মাধ্যমে এ মিশনের প্রথম পর্যায় সম্পন্ন হবে।

ছাত্রদলের জেলা কাউন্সিলকে কেন্দ্র করে ইতোপূর্বে যশোর সার্কিট হাউসে দুই গ্রুপের সংঘর্ষে পাঁচ জন আহত হয়েছে। চট্টগ্রামে তিন গ্রুপ সশস্ত্র মহড়া দিয়েছে। চট্টগ্রাম, মানিকগঞ্জ, যশোর, নারায়ণগঞ্জসহ বিভিন্ন জেলায় সহিংসতা এড়াতে সফররত টিমগুলোকে স্থানীয় বিবদমান গ্রুপগুলোর সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে বৈঠকে বসতে হয়েছে। নেত্রকোনার পণ্ড হওয়া জেলা কাউন্সিল পুনরায় ঢাকায় ডেকেও প্রচণ্ড গ্রুপিংয়ের জন্য কমিটি গঠন করা যায়নি। এসব গ্রুপিংয়ের পিছনে বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের বর্তমান ও সাবেক কেন্দ্রীয় অনেক নেতা ও মন্ত্রী-এমপির পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক সাহাবুদ্দিন লাল্টু

সকল ইউনিট কমিটির সম্মেলন শে
আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে কেন্দ্রী
কাউন্সিলও সম্পন্ন করতে হবে। এ
টার্গেটকে সামনে রেখে ৮৯ জেলার মে
প্রায় ৮০টি জেলার কাউন্সিল ও সম্মে
ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। অধিকা
জেলায় কমিটিও গঠিত হয়ে গেছে
বিভিন্ন সমস্যার জন্য কয়েকটি জেল
কাউন্সিল না হওয়ার কথা স্বীকার ক
তিনি বলেছেন, দেশের বিভিন্ন স্থা
সাংগঠনিক অনেক সমস্যা রয়েছে
একেক অঞ্চলের ও জেলার সম
একেক রকম। সম্মেলন ও কাউন্সি
চলাকালে স্পটেই এসব সমস্যা সমাধ
করতে সফররত টিমগুলোকে ব
হয়েছে। সেটা সম্ভব না হলে ঢাক
কাউন্সিল স্থানান্তর করতে বলা হয়েছে
বগুড়ায় আসলে কি ঘটেছে সে বি
পুরোপুরি জানেন না উল্লেখ করে জ
লাল্টু জানান, বগুড়ার খবর বি
পত্রিকায় দেখেছেন। বগুড়া সফর থে
ফেরা কেন্দ্রীয় নেতাদের বক্তব্য ও
পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।